আপনি কি কাজ করা ও পড়াশুনা করার জন্য অস্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনার এই অবস্থান হবে চমকপ্রদ ও মূল্যবান। তবুও, যদি কোন সমস্যায় পড়েন, তাহলে মনে রাখবেন আপনারও অধিকার আছে সাহায্যকারীর কাছ থেকে যাবতীয় সহায়তা পাবার জন্য।

আপনার অধিকার আছেঃ

- ভাল ব্যবহার এবং বেতন পাওয়ার;
- আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে কেউ কর্মস্থলে আটকে রাখতে পারবে না;
- আপনার পাসপোর্ট ও পরিচিতিমূলক অন্যান্য কাগজপত্র নিজের কাছে রাখার অধিকার;
- নিপীড়নের শিকার হলে তা জানানোর অধিকার আপনার রয়েছে, এজন্য আপনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে না;
- শ্রমিক ইউনিয়ন, অভিবাসী এবং শ্রমিক অধিকার গ্রুপ বা অন্যান্য গ্রুপের কাছে আপনি সহায়তা চাইতে পারেন; এবং
- আমেরিকার আদালতে বিচার চাইতে পারেন। এই সব এবং অন্যান্য অধিকারের কথা এই প্রচারপত্রে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যদি আপনি দুর্ব্যবহারের শিকার হন বা আপনার অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে এই সব টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করুন:

ন্যাশনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং রিসোর্স সেন্টারের ২৪ ঘন্টার টোল ফ্রি হট লাইন
১-৮৮৮-৩৭৩- ৭৮৮৮

(একটি বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত)

ট্রাফিকিং ইন পারসনস এ্যন্ড ওয়ার্কার এক্সপ্লয়টেশন টাস্ক ফোর্স কমপ্লেইন্ট লাইন

(সোমবার - শুক্রবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পূর্বাঞ্চলীয় সময় অনুযায়ী)

১-৮৮৮-৪২৮-৭৫৮১

(আমেরিকার বিচার মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত)

শারীরিক নির্যাতনের মত বাস্তব বিপদের হুমকি আসন্ন হলে ৯১১ নম্বরে ফোন করুন

কর্মক্ষেত্রে ভাল আচরণ ও বেতন পাওয়ার ব্যাপারে আরো জানতে হলে, পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন।

আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ জোরপূর্বক আদায় করিয়ে নেয়া - এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানতে হলে সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন।

এই প্রচারপত্র প্রনয়ণ করা হয়েছে
আমেরিকার কেন্দ্রীয় আইন,
পাবলিক আইন ১১০-৪৫৭-এর
ফলশ্রুতিতে। আইনের শাসনের প্রতি
শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং যারা এই দেশে
আসবেন তাদের মর্যাদা সমুন্নত ও অক্ষুন্ন
রাখার উদ্দেশ্যে এই প্রচারপত্র
আমেরিকার সরকার প্রকাশ করেছেন।
আমেরিকার সরকার মানুষ পাচার বন্ধে
এবং শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে
লড়াই চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

মনে রাখবেন!!

- নিজেকে রক্ষা করার নানা উপায় আছে
- আপনার পাসপোর্ট সব সময় একটি নিরাপদ এবং সহজলভ্য স্থানে রাখবেন;
- আপনার পাসপোর্ট, ভিসা এবং চাকুরির চুক্তিপত্রের কপি স্বদেশে আপনার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের কাছে রাখুন;
- আপনার নিজ দেশের দূতাবাসের ফোন নম্বর সব সময় রাখুন;
- এই প্রচারপত্রটি হাতের কাছে রাখুন যাতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌছার পর এটা দেখে নিতে পারেন;
- যে কয় দিন যত ঘন্টা কাজ করবেন তার একটা হিসাব রাখবেন, এবং যে তারিখে যত টাকা মজুরি পান তাও লিখে রাখবেন; এবং

যদি আপনার সাহায্যের দরকার পড়ে তাহলে ব্যবহার করুন ন্যাশনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং রিসোর্স সেন্টারের হট লাইন ১-৮৮৮-৩৭৩-৭৮৮৮ (২৪ ঘন্টা), অথবা ট্রাফিকিং ইন পারসনস এ্যান্ড ওয়ার্কার এক্সপ্লয়টেশন টাস্ক ফোর্স কমপ্লেইন্ট লাইন

১-৮৮৮-৪২৮- ৭৫৮১ (সপ্তাহের কাজের দিনগুলোয় খোলা থাকে
সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় সময় অনুযায়ী)

নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রক্রিয়ার সার সংক্ষেপ

নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বলতে কি বুঝায়?

নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি দলিল যা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকারী কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রবেশের অনুরোধ জানাবার অনুমতি দেয়, যেমন- কাজ করতে বা পড়াশুনা করতে যাওয়া।

নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রক্রিয়ার সাথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় জড়িত রয়েছেঃ

১. বিদেশে অবস্থিত যথাযথ আমেরিকান দূতাবাস বা কনস্যুলেটে ভিসার জন্য আবেদন করা, এবং

২. যুক্তরাষ্ট্রের যে সমুদ্র বা বিমান বন্দরে আপনি পৌছবেন সেখানকার ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টরকে আপনার ভিসা দেখানো।

পরামর্শ

যুক্তরাষ্ট্র সফর করার আগে আপনি সকল গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, যেমন ভিসা সহ পাসপোর্ট, চুক্তিপত্র এবং পরিচয়পত্রের কাগজ-পত্র সমূহ দুই সেট করে কপি করুন। এই দুই কপির এক কপি দেশে আপনার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে রাখুন। যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানোর পর আপনি আই-৯৪ নামে একটি ফরম পাবেন, তখন এই আই-৯৪-এরও একটি কপি করুন। ভ্রমণ-সংক্রান্ত সব কাগজ-পত্র নিরাপদ স্থানে রাখুন।

আমার কাগজপত্রের মধ্যে কোনগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

১. ভিসা। এটি আপনার পাসপোর্টে রয়েছে। এতে আপনার ছবি রয়েছে এবং ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ উল্লেখ করা আছে। যদি আপনার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা নবায়ন না করা পর্যন্ত আপনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

- যদি আপনার ভিসা কোন চাকুরি-ভিত্তিক হয় তাহলে সেই ভিসায় আপনার নিয়োগকারীর নাম থাকবে যিনি যুক্তরাষ্ট্রে আপনাকে কাজ দেবার জন্য সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন।
- আপনার এই অস্থায়ী কাজের ভিসার অর্থ এই নয় যে আপনি আপনার ইচ্ছামত যে কোন নিয়োগকারীর জন্য কাজ করতে পারবেন- এই ভিসায় আপনি শুধু সেই নিয়োগকারীর কাজ করতে পারবেন যাঁর নাম এই ভিসায় উলেখ করা আছে। কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা পরিবর্তনও করা সম্ভব।
- এর মানে এই নয় যে নিয়োগকারী আপনার সাথে দুর্ব্যবহার এবং শোষণ করলেও আপনি তার কাজ চালিয়ে যাবেন।

২. আই-৯৪ কার্ড। এটি একটি সাদা কার্ড যা আপনাকে দেয়া হবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পূর্ব মূহুর্তে। আপনার আই-৯৪ কার্ডে উলেখ করা থাকবে আপনি যুক্তরাষ্ট্রে কতদিন থাকতে পারবেন।

পরামর্শ

যুক্তরাষ্ট্রে পৌছার পর আপনার পাসপোর্ট ও ভ্রমণ সংক্রান্ত অন্যান্য দরকারী কাগজ-পত্র এমন স্থানে রাখুন যাতে সব সময় আপনি তা পেতে পারেন। কোন ভাবেই নিয়োগকর্তা এসকল দরকারী কাগজপত্র আপনার কাছ থেকে জোরপূর্বক নিতে পারবেন না- এটা বেআইনী!

এই কার্ড হারাবেন না!

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রে আপনার অধিকার

আপনার ভিসার ধরন অনুযায়ী কয়েক প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। ভিসার শ্রেণী অনুযায়ী নীচে সেগুলোর বর্ণনা করা হলো।

এ-৩, জি-৫ এবং বি-১ গৃহকর্মী ভিসা

- যদি আপনি কোন কূটনীতিকের জন্য (এ-৩ ভিসা) কাজ করেন, অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন প্রতিনিধির জন্য কাজ করেন (জি-৫ ভিসা), অথবা যদি আপনি বি-১ ভিসাধারীর গৃহকর্মী হন, তাহলে আপনার নিয়োগকারীকে অবশ্যই একটি চাকুরির চুক্তিনামা দিতে হবে যা হবে আমেরিকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- সেই চুক্তিনামায় অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবেঃ
  - আপনার নিয়োগকারী এই মর্মে সম্মত হবেন যে, আপনার পাসপোর্ট, চাকুরির চুক্তিপত্র, অথবা আপনার অন্য কোন ব্যক্তিগত সম্পদ তিনি তাঁর কাছে রাখতে পারবেন না।
  - আপনার নিয়োগকারী এই মর্মে সম্মত হবেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সকল আইন-কানুন মেনে চলবেন;
  - এটা উল্লেখ থাকতে হবে যে তিনি আপনার কাজের জন্য কত পারিশ্রমিক দিবেন এবং কত-দ্রুত তিনি এই অর্থ পরিশোধ করবেন; এবং
  - আপনার কাজের বিবরণ, সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা, অবকাশ দিবস, অসুস্থতার ছুটি, এবং সাধারণ ছুটির কথাও উল্লেখ থাকতে হবে।
- এটা নিশ্চিত হউন যে আপনি চুক্তির শর্তগুলি বুঝেছেন। যে ভাষায় এই চুক্তি লেখা রয়েছে তা যদি না বোঝেন তাহলে আপনার বোধগম্য ভাষায় তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আপনার বিশ্বস্ত কাউকে বলুন। না বুঝে কোন কাগজপত্রে স্বাক্ষর করবেন না।
- আপনি ভিসার জন্য আবেদন করলে যুক্তরাষ্ট্রের একজন ভিসা অফিসার আপনার সাথে দেখা করে নিশ্চিত হবেন যে আপনার চুক্তিটি আমেরিকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যে কোন ধরণের প্রশ্ন আমেরিকান অফিসারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আমেরিকান ভিসা অফিসারের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় আপনার নিয়োগকর্তার সেখানে উপস্থিত থাকার কোনপ্রকার প্রয়োজন নেই।
- যদি এমন কোন চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা আপনার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, অথবা আপনার নিয়োগকর্তা যদি চুক্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলীর বরখেলাপ করেন, তাহলে এই প্রচারপত্রে দেয়া হট লাইনের তালিকায় উলেখ করা ফোন নম্বরে অবিলম্বে ফোন করুন। তারা আপনার জন্য একজন আইনজীবি দেখে দেবেন যিনি এই পরিস্থিতিতে আপনার অধিকার কিভাবে আদায় করা যায় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবেন।

বিশেষ পেশায় কাজ করার জন্য এইচ-বি এবং এইচ-১বি১ ভিসা

- যদি আপনি কোন বিশেষ দায়ীত্বপূর্ণ পেশায় বা ফ্যাশন মডেল হিসাবে কাজ করার জন্য আমেরিকাতে আসেন সেক্ষেত্রে আপনার অধিকার এবং নিয়োগকারী পরিবর্তণের উপায় সম্পর্কে জানার জন্য www.Travel.State.gov এই ওয়েব সাইটটি দেখুন।

এইচ-২এ অস্থায়ী কৃষি শ্রমিক ভিসা

- যদি আপনি একজন অস্থায়ী কৃষি শ্রমিক হন তাহলে চাকুরী শুরুর প্রথম দিনেই আপনি অবশ্যই আপনার কাজের শর্তাবলীর একটি লিখিত বিবরণ পাবেন। এই কাগজে নিয়োগকারীর কাছ থেকে আপনার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, মজুরি, আবাসন ব্যবস্থা, কাজের সময়কাল, যাতায়াত সুবিধাদির বিস্তারিত বিবরণ, ইত্যাদি উল্লেখ করা থাকবে।

- সরকার নির্ধারিত হারে বা তার চেয়ে বেশী হারে আপনি মজুরি পাওয়ার যোগ্য। পারিশ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে এই হারই প্রযোজ্য সেটা ঘন্টা অনুযায়ী হোক বা কাজের পরিমাণ অনুযায়ী হোক।
- আপনাকে আমেরিকার সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর বা আপনার স্বদেশের শ্রমিক নিয়োগকারী পক্ষকে কোন ফি দিতে হবে না।
- আপনার নিয়োগকারী আপনার জন্য তার খরচে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন।
- আপনার নিয়োগকারী আপনার নিজ দেশ থেকে কর্মস্থলে আসার ভাড়ার অর্থ আপনাকে অবশ্যই ফেরৎ দেবেন তবে সেটা কর্মস্থলে আপনার চুক্তির মেয়াদের অর্ধেক সময় উত্তীর্ণ হবার পর; এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে যখন আপনি দেশে ফিরে যাবেন তখন দেশে ফেরার খরচও আপনার নিয়োগকারী পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।
- চুক্তির মেয়াদের প্রথমার্ধে একজন আমেরিকান শ্রমিক আপনার স্থলে নিযুক্ত না হলে, চুক্তিতে বর্ণিত মোট কর্ম দিবসের অন্তত: তিন চতুর্থাংশ কর্মদিবসে আপনার কাজের নিশ্চয়তা থাকবে।

এইচ-২বি অস্থায়ী অ-কৃষি শ্রমিক ভিসা

- আপনি যদি অস্থায়ী কৃষি শ্রমিক না হন তাহলে আপনি প্রচলিত হারে বা তার চেয়ে বেশী মজুরি পাওয়ার অধিকারী - যা ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য অথবা স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী সর্বনিম্ন বৈধ মজুরি। আপনি ঘন্টা ভিত্তিতে বা কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে মজুরি পান - এই একই হার সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- আপনার কাজ শেষ হলে যখন দেশে ফিরবেন, বা অথবা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যবসায়িক কারণে আপনাকে চাকুরি থেকে বাদ দেয়া হলে আপনার দেশে ফেরার যাবতীয় খরচ নিয়োগকারী বহন করতে বাধ্য থাকবেন।
- সাধারণভাবে একজন আমেরিকান শ্রমিক যে সব শর্তে নিয়োগ পেয়ে থাকেন, আপনিও সেই এলাকার আমেরিকান শ্রমিকদের মত একই শর্তাবলীর আওতাভুক্ত।
- স্বদেশে কোন শ্রমিক নিয়োগকারীকে কখনও কোন প্রকার ফি দিতে হবে না।

জে-১ বিনিময় ভ্রমণ ভিসা

- আমেরিকার ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সরকার আপনার বিনিময় কর্মসূচীর স্পন্সর বা অর্থায়ন না করলে, আপনার কর্মসূচিটি হতে হবে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মেয়াদী। ডিএস-২০১৯ ফরম, যা জে ভিসা আবেদনের জন্য একটি অপরিহার্য মৌলিক দলিল, তাতে বিনিময়ের ধরণ এবং কর্মসূচির তারিখ উল্লেখ থাকে। বিনিময়ের শ্রেণী অনুযায়ী অন্যান্য কাগজপত্র অথবা চুক্তি থাকতে পারে যাতে আপনার বিনিময় কর্মসূচির শর্তাদি উল্লেখিত থাকবে।
- আপনার স্পন্সরের বিজ্ঞাপন হতে হবে সঠিক এবং তাতে সংশ্লিষ্ট সকল খরচ, শর্তাদি এবং সেই বিনিময় কর্মসূচির বাধ্যবাধকতা সমূহের উলেখ থাকতে হবে। আপনার স্পন্সরকে অবশ্যই আপনাকে এই কর্মসূচী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে এবং নিম্ন লিখিত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করতে হবে:
  - জে-১ কর্মসূচী এবং আপনি যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন তার বিবরণ এবং নিয়ম কানুন;
  - যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দ্যেশে ভ্রমণ এবং প্রবেশ;
  - বাসস্থান;
  - থাকা-খাওয়া, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং ইনসুরেন্সসহ সকলপ্রকার খরচ ও প্রদেয় ফি'র তথ্য;
  - যুক্তরাষ্ট্রের জীবনধারা এবং আচার আচরণ;
  - স্থানীয় সম্পদের বিবরণ;

- আপনার স্পন্সরের নাম-ঠিকানা এবং যুক্তরাষ্ট্রে আপনার জন্য যিনি সকল দায়ীত্ব বহন করবেন তার নাম ও ঠিকানা;
- পররাষ্ট্র দফতরে এই বিনিময় ভিজিটর কর্মসূচী সার্ভিসের যোগাযোগের তথ্য; এবং
- পররাষ্ট্র দফতরের বিনিময় ভিজিটর কর্মসূচির প্রচারপত্র

- যদি আপনি সামার ওয়ার্ক ট্রাভেল বা গ্রীষ্মকালীন কাজের কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন, এবং আগে থেকেই যদি কাজের সংস্থান না হয়ে থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে পৌছার এক সপ্তাহের মধ্যে কোন কাজ যোগাড় করতে না পারলে আপনার স্পন্সর অবশ্যই আপনাকে কাজ পেতে সহায়তা করবে এবং তাকে এই ব্যাপারটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, আপনি ও আমেরিকান কর্মীদের মত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।

- আর যদি আপনার জে-১ ভিসা কোন প্রশিক্ষণ বা ইন্টার্ণশিপের জন্য হয়ে থাকে তাহলে:
  - আপনার স্পন্সর অবশ্যই আপনার ইন্টারভিউ টেলিফোনে বা ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে নেবেন;
  - আপনার ভিসা পেপারওয়ার্ক জমা দেয়ার আগেই আপনার স্পন্সরের অবশ্যই প্রশিক্ষণ/ইন্টার্ণশীপ প্লেসমেন্ট প্লান থাকতে হবে (ফরম ডিএস - ৭০০২)। এই ফরমে রয়েছে আপনাকে কোন স্টাইপেন্ড (বৃত্তি) দেয়া হলে তার লিখিত বিবরণ, এবং সেই সাথে এই কর্মসূচির প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্যের একটি সার সংক্ষেপ।
  - আপনাকে যে খরচ ও ফি প্রদান করতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে আপনার বসবাসের জন্য যে খরচ হবে সে সম্পর্কে আপনার স্পন্সর আপনাকে একটি লিখিত হিসাব দিবেন;
  - আপনার প্রশিক্ষণ/ইন্টার্ণশীপ কমপক্ষে সপ্তাহে ৩২ ঘন্টা হতে হবে; এবং
  - আপনার প্রশিক্ষণ/ইন্টার্ণশীপ যদি কৃষি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে আপনার কাজের শর্তাবলী ও মজুরি কৃষি শ্রমিকদের জন্য ধার্য মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মকানুনের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

- আপনার স্পন্সরকে আপনার চিকিৎসা ইনসুরেন্স সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে হবে যদিও তাঁকে এ জন্য কোন অর্থ প্রদান করতে হবে না।

- যদি আপনি যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করেন তাহলে আপনাকে আপনার সোসাল সিকিউরিটি নম্বরের জন্য আবেদন করতে হবে; এবং আপনার নিয়োগকারীকে অবশ্যই এই নম্বর ব্যবহার করে সকল আয়কর সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে।

- যদি জে-২ ভিসার মাধ্যমে আপনার স্বামী/স্ত্রী অথবা নাবালক শিশু যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, তাহলে তারাও কাজের জন্য আবেদন করতে পারেন যদি আপনার আয় জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত না হয়ে থাকে।

ভিসার শ্রেণীবিভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পদ্ধতি সম্পর্কে
আরো জানতে হলে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের এই ওয়েবসাইটি দেখুন:

www.travel.state.gov

আপনার আয় জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত না হয়ে থাকে।

ভিসার শ্রেণীবিভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পদ্ধতি সম্পর্কে আরো জানতে হলে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের এই ওয়েবসাইটি দেখুন: www.travel.state.gov

ভিসার স্ট্যাটাস বা পরিস্থিতি নির্বিশেষে আপনার অধিকার

ভিসার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আপনার অনেক ধরণের অধিকার রয়েছে। যদি এই সব অধিকারের কোন একটি থেকে আপনি বঞ্চিত হন তাহলে আপনি অধিকার বাস্তবায়নকারী কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানকে তা জানাতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ভয় না পেয়ে আইনী আশ্রয়ের মাধ্যমে আপনি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

১. আপনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার উর্দ্ধে থাকার অধিকার

- আপনার বিরুদ্ধে নিয়োগকারির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা বেআইনী; উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আপনি যখন আপনার অধিকার বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন সে সময়ে আপনাকে ইমিগ্রেশন বিভাগে রিপোর্ট করা বা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে বলা। যদি আপনার নিয়োগকারী কখনও আপনাকে কোন প্রকার হুমকি দেন, তাহলে অবিলম্বে আইনী সহায়তা নিন। মনে রাখবেন, আপনার নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার যোগ্য।

২. আপনার পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার

- আপনার করা সকল কাজের জন্য আপনি পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী, ঠিক যেমনটা আমেরিকার শ্রমিকদের বেলায় হয়ে থাকে।
- ফেডারেল সরকারের সর্বনিম্ন মজুরি হার যা ঘন্টা প্রতি ৬.৫৫ ডলার আপনিও সেই একই মজুরি পাওয়ার অধিকারী, ঠিক যেমনটা আমেরিকার শ্রমিকরা পেয়ে থাকেন। বিগত ২৪শে জুলাই থেকে ঘন্টাপিছু পারিশ্রমিকের এই হার হয়েছে ৭.২৫ ডলার। আপনাকে আরো যা যাচাই করতে হবে তা হলো:
  - আপনি যে অঙ্গরাজ্যে কাজ করবেন সে অঙ্গরাজ্যের সর্বনিম্ন মজুরি হার। যদি সেই মজুরির অংক বেশী হয়, তাহলে এই বর্ধিত হারে মজুরি পাওয়ার অধিকার আপনার থাকবে;
  - আপনার নিয়োগ চুক্তি, যা হয়ত আপনার নিয়োগকর্তাকে বর্ধিত হারে মজুরি দিতে বাধ্য করবে।
- যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শ্রমিক সপ্তাহের নির্ধারিত ৪০ ঘন্টার বেশী যদি কাজ করেন তাহলে অতিরিক্ত প্রতি ঘন্টার জন্য প্রচলিত মজুরি হারের চেয়ে দেড়গুণ বেশী হারে ওভার টাইম পাওয়ার অধিকারী। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, ধরুন আপনার নিয়মিত মজুরি হার হলো প্রতি ঘন্টায় ১০ ডলার। তাহলে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টার বেশী যদি আপনি কাজ করেন তাহলে আপনার নিয়োগকর্তা আপনাকে প্রতি ঘন্টায় ১৫ ডলার হারে ওভারটাইম দেবেন।
- যদি নিয়োগকর্তা আপনার পাওনার অর্থ থেকে কিছু অর্থ আপনাকে না দেন, একেই বেতন কেটে নেয়া বলে। টাকা কেটে রাখা অনেকভাবেই বেআইনী যদি তা আপনার মূল বৈধ মজুরির হার কমিয়ে ফেলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় - কোন নিয়োগকারী বাসস্থানের জন্য অর্থ আপনার মজুরি থেকে কাটতে পারেন না (ভিসার শ্রেণী অনুযায়ী নিয়োগকারীকে অবশ্যই বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে)। এমনকি ইউনিফর্ম, নিরাপত্তার সরঞ্জাম, এবং নিয়োগ ফি'ও তিনি বেতন থেকে কাটতে পারেন না।

পরামর্শ

যতটা সময় ধরে কাজ করেন তার একটা লিখিত হিসাব রাখবেন। একটি নোটবুক নিন এবং তাতে যতদিন এবং যত ঘন্টা কাজ করেছেন, আপনাকে কত অর্থ দেয়া হয়েছে, কোন্ কোন্ তারিখে মজুরি পেয়েছেন, আপনার মজুরি থেকে যদি কোন অর্থ কেটে নেয়া হয়ে থাকে তার পরিমাণ, এবং কি কারণে সে অর্থ কেটে নেয়া হয়েছে তার হিসাব লিখে রাখুন।

৩. আপনার বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের উর্দ্ধে থাকার অধিকার

- একজন কর্মী হিসাবে কর্মক্ষেত্রে আপনার জেন্ডার, গোত্র, জাতীয়তার উৎস, বর্ণ, ধর্ম বা প্রতিবন্ধীতার কারণে আপনার বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের উর্দ্ধে থাকার অধিকার আপনার রয়েছে।
  শ্রমিকের জেন্ডার, গোত্র, জাতিয়তার উৎস, বর্ণ, ধর্ম বা প্রতিবন্ধীতা যাই হোক না কেন একই ধরণের কাজের জন্য আপনার নিয়োগকারিকে একই ধরণের মজুরি ও একই ধরণের কাজের সুযোগ দিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কারণে আবশ্যক না হলে নিয়োগকর্তা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে শুধুমাত্র ইংরেজীতে কথাবর্তা বলতে বাধ্য করতে পারেন না।

৪. নারী শ্রমিক হিসাবে আপনার অধিকার

- আপনি নারী কিংবা অন্তঃসত্ত্বা- এ কারণে আপনার নিয়োগকারী আপনার বিরুদ্ধে ভিন্ন রকম আচরণ কিংবা খারাপ আচরণ করতে পারেন না - এটা লিঙ্গ বৈষম্য। আপনি পুরুষ হউন বা নারী হউন আপনার নিয়োগকারী আপনাকে যৌন হয়রানি করতে পারেন না। আপনার নিয়োগকর্তা কখনওঃ
  - আপনাকে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে বলতে পারেন না;
  - যৌন আবেদন নিয়ে আপনাকে স্পর্শ করতে পারেন না;
  - যৌনহয়রানিমূলক বা আপত্তিকর কথা বলতে বা গালমন্দ করতে পারেন না।

৫. আপনার স্বাস্থ্য সম্মত ও নিরাপদ কর্মস্থল পাওয়ার অধিকার

- সকল কর্মচারির নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কাজের পরিবেশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে:
  - **বাসস্থান:** যদি আপনার নিয়োগকারী আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন তাহলে সেটা হতে হবে পরিষ্কার, নিরাপদ এবং ভাল কাঠামোর উপর স্থাপিত।
  - **বাথরুম:** বাথরুম হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও সহজে প্রবেশযোগ্য।
  - **বিশুদ্ধ পানি:** যদি আপনি কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করেন তাহলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ খাবার এবং হাত-মুখ ধোয়ার পানি পাওয়ার অধিকার আপনার রয়েছে।
  - **চাকুরিকালীন অসুখ-বিসুখ বা জখম:** যদি কাজের সময়ে আহত হন বা কোন অসুখে পড়েন তাহলে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আপনার রয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আপনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাবেন তবে আপনার মজুরির একটা অংশ আপনি অসুস্থতার কারণে হারাবেন।

পরামর্শ

আপনার নিয়োগকর্তার করা প্রতিটি অনভিপ্রেত মন্তব্য ও কাজ লিখে রাখুন। কোন স্বাক্ষী থেকে থাকলে তার নাম ও ফোন নম্বর লিখে রাখুন।

- **যদি আপনি কীটনাশক বা বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে বা এর আশে-পাশে কাজ করেন, তাহলে:**
  - ঐ কীট নাশক বা রাসায়নিক পদার্থ নাড়-চাড়া করার পর পরিষ্কার পানিতে হাত ধোয়ার অধিকার আপনার রয়েছে। কাজ শুরু করার প্রথম ৫ দিনের মধ্যেই আপনার কীট-নাশক ব্যবহারে নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবার অধিকার রয়েছে।
  - আকস্মিকভাবে যাতে কীটনাশকের সংস্পর্শে না আসেন সেজন্য আপনার নিয়োগকারী আপনাকে জানাবেন কোথায় কোথায় কখন কীটনাশক ছিটানো হয়েছে। কীট নাশক যেখানে ব্যবহার করা হয় সেখানে শ্রমিক বা অন্যদের থাকা উচিৎ নয়।

সাবধান!

আপনার বেতন আটকিয়ে রেখে আপনার নিয়োগকারী আপনাকে কোন কিছু জোর করে করাতে বা কোথাও যেতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি আপনার স্বদেশেও না।

- যদি আপনি কীট নাশক মেশান বা প্রয়োগ করেন যার জন্য আপনাকে আপাদমস্তক আবৃত পোষাক, মুখোশ বা শ্বাস গ্রহণের যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় তাহলে আপনার নিয়োগকারী অবশ্যই আপনাকে সে সব উপকরণ সরবরাহ করবেন। এই সব উপকরণ পরিস্কার এবং ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।

- **জরুরী চিকিৎসা: জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ৯১১ নম্বরে ফোন করুন এবং এম্বুলেন্স ডাকুন।**

  - জরুরী চিকিৎসার এই খরচ আপনি হয়ত পেতে পারেন। কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব আপনার নিয়োগকর্তাকে আপনার অসুস্থতার কথা জানান, যাতে করে তিনি আপনার চিকিৎসা ব্যয়ের কাগজ-পত্র জমা দেয়ার কাজ শুরু করতে পারেন।

  - যখন আপনি কোন ডাক্তারের চেম্বারে বা কিনিকে থাকবেন তখন আপনার অসুস্থতা বা জখমের কাগজ-পত্রের কপি চেয়ে নিন।

৬. শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দেবার এবং যৌথ দরকষাকষিতে অংশ নেয়ার অধিকারঃ

- ফেডারেল আইনের আওতায় ইমিগ্রেশন বা অভিবাসনের স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে সকল শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেবার অধিকার রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার বা তাতে যোগ দেবার কারণে আপনার নিয়োগকারী আপনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না। এর অর্থ, আপনিঃ
  - আপনার মজুরি ও কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য আপনি অন্য শ্রমিকদের সাথে যোগ দিতে পারেন;
  - সভা-সমাবেশ এবং মিছিলে যোগ দিতে পারেন; এবং
  - কোন শ্রমিক ইউনিয়ন বা অন্য কোন সংগঠনে যোগ দিতে পারেন।

৭. স্টেট আইনের আওতায় অধিকতর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অধিকার

- আপনি যে অঙ্গরাজ্যে কাজ করছেন সেখানকার অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য এই প্রচারপত্রে দেয়া তালিকার হটলাইনে টেলিফোন করুন।

৮. আপনার হয়রানিমূলক কর্মস্থল ত্যাগ করার অধিকার

- যদি আপনার নিয়োগকর্তা আপনার ওপর হয়রানিমূলক আচরণ করেন, তাহলে সে কর্মস্থল আপনি অবশ্যই ত্যাগ করবেন;
- কিন্তু, যদি আপনি চাকুরি-ভিত্তিক ভিসায় আমেরিকা এসে থাকেন এবং কোন কারণে কর্মস্থল ত্যাগ করেন তাহলে আপনার ভিসাটি আর বৈধ থাকবে না। যাই হোক, আপনার ভিসার ধরণের ওপর ভিত্তি করে, আপনি ভিসা বা নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেও আপনি আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।
- কাজ করা কালীন অবস্থায়ও আপনি আপনার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে বা মামলা করতে পারবেন। অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যোগদানকারী শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোন নিয়োগকর্তা যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করেন তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত নিয়োগকর্তার ব্যাপক জরিমানা হতে পারে। যদি বর্তমান নিয়োগকর্তার সাথে আপনার সমস্যা দেখা দেয় তাহলে এই প্রচারপত্রে দেয়া হটলাইনে যোগাযোগ করুন। তাঁরা স্থানীয় কোন সংগঠনের সাথে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দেবেন যারা আপনার সাথে আপনার বিকল্প করণীয় ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলবেন।

মানুষ পাচার

১. মানুষ পাচার কি?

মানুষ পাচার হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের অন্যতম ভয়ঙ্কর নিপীড়ন যার শিকার যুক্তরাষ্ট্রেও কেউ কেউ হতে পারেন। মানুষ পাচারের ঘটনা তখনই ঘটে যখন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করে, পরিবহন করে এনে, শোষণের জন্য তার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোথাও রাখা হয়। মানুষ পাচারের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েব সাইটটি দেখুন: www.state.gov/g/tip (আইনের- ট্রাফিকিং ভিকটিমস প্রটেকশন এ্যাক্টটি দেখুন)। মানুষ পাচার সংক্রান্ত কয়েকটি সতর্ক সঙ্কেত নীচে দেয়া হলোঃ

হুমকি এবং ভীতিঃ

যাতে আপনি ভীত হয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করার চেষ্টা না করেন সে জন্য নিয়োগকারী এবং তার সহযোগীরা আপনাকে হুমকি প্রদর্শন করতে পারেন বা অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। যেমন ধরুনঃ

- মার-ধর করা, শারীরিক নির্যাতন চালানো, অথবা যৌন হয়রানি করা;
- মার-ধর করার, শারীরিক নির্যাতন চালানোর, বা যৌন হয়রানি করার হুমকি প্রদর্শন;
- তালাবদ্ধ করে রাখা বা কাজ থেকে নিবৃত্ত করা;
- শ্রমিকটি যদি কর্মস্থল ত্যাগ করার চেষ্টা করেন, অভিযোগ করার চেষ্টা করেন, কর্তৃপরে কাছে রিপোর্ট করেন অথবা সাহায্য কামনা করেন, তাহলে তার ক্ষতি করা হবে বা তার পরিবারের ক্ষতি করা হবে বলে হুমকি প্রদান করা;
- কর্মস্থল ত্যাগ, অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট অথবা সাহায্য চাওয়ার জন্য স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো, গ্রেফতার বা পুলিশে দেয়া হচ্ছে বা হবে বলে হুমকি দেয়া;
- নিয়োগকারী বা তার সাথে কর্মরত অন্য কেউ যদি শ্রমিকের কোন ক্ষতি সাধন করেন, এবং কর্মস্থল ত্যাগ, অভিযোগ, রিপোর্ট বা সাহায্য চাওয়া এসব কারণে যদি অন্য কোন শ্রমিকের ক্ষতি সাধন করেন, বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে তাকে খুঁজে বের করে আবার ধরে আনা হবে বলে হুমকি প্রদান করা।

বিধিবিধান প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাঃ

নিয়োগকারী ও তার সহাযতাকারিরা বিধিবিধান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে আপনার এবং অন্যান্য শ্রমিকের কর্মস্থল ত্যাগ, দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বা সাহায্য কামনা করা কঠিন করে তুলতে পারেন। যেমনঃ

- কর্মস্থল ত্যাগ করার বিরুদ্ধে বিধান জারি করা অথবা অবসর সময়ে কোথায় কোথায় যেতে পারবেন সে ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু করা;
- আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, জন্ম সার্টিফিকেট বা অন্য দলিলপত্র আপনার নিজের কাছে রাখার বিরুদ্ধে নিয়ম চালু করা;
- পর্যাপ্ত খাবার, ঘুমের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সুবিধা না দেওয়া; বা
- পরিবারের লোকজন বা কর্মস্থলের বাইরের অন্যদের সাথে খোলা-খুলিভাবে আপনাকে যোগাযোগ করতে না দেওয়া।

প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়াঃ

- নিয়োগকর্তা ও তার সহায়কগণ প্রতারণা এবং মিথ্যারও আশ্রয় নিতে পারেন। যেমনঃ কাজের পরিবেশ, বাসস্থানের পরিবেশ এবং বেতন সম্পর্কে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া;
- আপনাকে বলা যে আপনার কোন অধিকার নেই;
- আপনাকে বলা যে কারো সহায়তা চাইলে আপনি অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন।
- তাদের পরিচয় সম্পর্কে মিথ্যা বলার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেয়া।

পরামর্শ

যুক্তরাষ্ট্র রওয়ানা হবার আগে অভিবাসী শ্রমিক সংগঠন, প্রাক্তন অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে এমন কিছু সংগঠন ও ব্যক্তির নাম ঠিকানা যোগাড় করুন যারা আপনাকে সহায়তা করতে পারবেন এবং আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দিতে পারবেন।

২. এসব ঘটনা আমার বেলায় ঘটলে আমি কি করব?

- যদি এই সব ঘটনার একটিও আপনার জীবনে ঘটে বা আপনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েন তাহলে অবিলম্বে ৯১১ নম্বরে ফোন করে, ন্যাশনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং রিসোর্স সেন্টার (১- ৮৮৮-৩৭৩-৭৮৮৮)-এ ফোন করে, অথবা, মানুষ পাচার এবং শ্রমিক শোষণ বিরোধী টাস্ক ফোর্স অভিযোগ কেন্দ্রে (১-৮৮৮-৪২৮-৭৫৮১) ফোন করে তাদের সাহায্য নিন। তারা আপনাকে স্থানীয় কোন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন যারা আপনার এলাকায় মানুষ পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা করে থাকে।
- যদি আপনার জীবনের ওপর হুমকি থেকে থাকে তাহলে পুলিশকে ৯১১ নম্বরে খবর দিন। যদি পুলিশ ডাকেন তাহলে তাদেরকে এই প্রচারপত্রটি দেখিয়ে আপনি কোন ধরণের হয়রানির শিকার হয়েছেন তা বলুন।

৩. হয়রানির কথা রিপোর্ট করলে আমাকে কি দেশে ফেরৎ পাঠানো হবে?

যারা হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাদের রক্ষা করার জন্য কর্মসূচী আছে। অভিবাসন সংক্রান্ত আশঙ্কা থাকলেও হয়রানির বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়ার বেলায় দ্বিধা করবেন না। আপনি এমন একজন ইমিগ্রেশন আইনজীবির সাথে কথা বলুন যিনি আপনার নিয়োগকারীর হয়ে কাজ করেন না। হটলাইন ব্যবহার করেও কারো সাহায্য নিতে পারেন।

- যদি আপনি মনে করেন যে, আপনি মানুষ পাচারের শিকার হতে পারেন, এমনকি ধর্ষণ বা যৌন আক্রমণের মত অন্য কোন মারাত্মক অপরাধের শিকার হতে পারেন, তাহলে আপনি ভিন্ন এক ধরণের নন-ইমিগ্রান্ট ভিসা, যেমন 'টি' ভিসা (মানুষ পাচারের শিকার ব্যক্তিদের এই ভিসা দেয়া হয়ে থাকে), অথবা একটি 'ইউ' ভিসা (অন্যান্য মারাত্মক অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের এই ভিসা দেয়া হয়) পাবার অধিকারী। কয়েক ধরণের অপরাধের শিকার ব্যক্তি, যারা অভিবাসন স্ট্যাটাসের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, তাদের জন্য এই সব ভিসার প্রবর্তণ করা হয়েছে। অনেকে এই সব ভিসার ব্যাপারে অবহিত নন এবং যারা আপনাকে সাহায্য করছেন তাদেরকেও এসব ভিসার ব্যাপার জানাতে পারেন।

৪. আদম পাচারের শিকার ব্যক্তিদের জন্য কি কি সেবা রয়েছে?

- যদি আপনি যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ পাচারের শিকার হন, তাহলে কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্য সরকারের নানান কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সুবিধাদি, সেবা এবং অভিবাসন সংক্রান্ত ক্ষতি পূরণের সুযোগও পাবেন।
- অনেক সংগঠন আছে যারা আপনাকে এই সব সুবিধা পেতে সহায়তা করতে পারে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুবিধা, আবাসন সুবিধা, অভিবাসনের জন্য আইনী পরামর্শ এবং অন্যান্য আইনী প্রয়োজন, কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান এবং অন্যান্য সরকারী সুযোগ সুবিধা।

আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুনঃ

আপনার যদি কোন সাহায্যের দরকার পড়ে তাহলে এই প্রচারপত্রে দেয়া হট লাইনের যে কোনটি ব্যবহার করুন।

আপনি এই প্রচারপত্রটি পাচ্ছেন, কেননা আপনি যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ী ভাবে কাজ করার বা পড়াশুনা করার জন্য নন-ইমিগ্যান্ট ভিসার আবেদন করেছেন। এই প্রচারপত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানোর পর যেন আপনি আপনার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। আপনি স্বল্প সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও আপনি আমেরিকার নাগরিক ও অন্যান্য বসবাসকারীদের মত কর্মস্থলের নানা মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবেন।

এই প্রচারপত্র আপনার কর্মস্থলের অধিকার সম্পর্কে আপনাকে মোটামুটি একটা ধারণা দেবে। নিজের অধিকার সম্পর্কে জানা থাকলে আপনাকে কেউ অযথা হয়রানি করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রে যদি কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে কারণে এই প্রচারপত্রটি আপনার সাথে রাখুন।

মানুষ পাচারের মত অন্যান্য মারাত্মক ধরণের হয়রানি থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য এই প্রচারপত্রটি তৈরী করা হয়েছে। মানুষ পাচার হচ্ছে বর্তমান যুগের এক ধরণের দাস প্রথা যেখানে নিয়োগকারী বা তার লোকজন শারীরিক ও মানসিক চাপে ফেলে কোন ব্যাক্তিকে এই উপলব্ধিতে পৌছান যে, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আর কোন উপায় তার নেই। যখনই মনে হবে যে আপনি নিপীড়নমূলক কোন চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন, তখনই উচিৎ হবে যথাযথ সাহায্যের জন্য পদক্ষেপ নেয়া।

যদি যুক্তরাষ্ট্রে পৌছে যান এবং দেখতে পান যে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, তাহলে অবিলম্বে সাহায্য চাইবেন। আপনার নিয়োগকর্তা বা নিয়োগকর্ত্রী যদি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে আপনার কোন মৌলিক অধিকার নেই, তাহলে তার কথা বিশ্বাস করবেন না। আপনার নিয়োগকারী, ঠিকাদার বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। আপনার প্রতিনিধিত্বকারী একজন আইনজীবি কেবল আপনাকে সঠিক আইনী পরামর্শ দিতে পারবেন।

যদি মনে করেন যে আপনার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তাহলে এই প্রচারপত্রে উল্লেখিত হট লাইন ব্যবহার করে আপনি কোন আইনী সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, যারা আপনাকে আরো সহায়তা দিবেন। এই সব সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করতে ভয় পাবেন না কেননা আপনাকে সাহায্য করারই তাদের কাজ।

এই প্রচারপত্র কোন আইনী পরামর্শের বিকল্প নয়। অনেক ধরণের অস্থায়ী কাজ ও শিক্ষা ভিসা রয়েছে। আপনার ভিসা সম্পর্কে আরো তথ্য চাওয়ার বেলায় ভয় পাবেন না।

যদি আপনার অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে নিম্নলিখিত টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করুন

ন্যাশনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং রিসোর্স সেন্টার
১-৮৮৮-৩৭৩-৭৮৮৮
(২৪ ঘন্টা)

ট্রাফিকিং ইন পারসন এন্ড ওয়ার্কার এক্সপ্লয়টেশন টাস্ক ফোর্স কমপ্লেইন্ট লাইন
১-৮৮৮-৪২৮-৭৫৮১
(সোম - শুক্রবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা (পূর্বাঞ্চলীয় সময়)